পারী থেকে পুবেলে

খান আনওয়ার

বেচারা দুই কৃষ্ণ মুর্তি, যাদের এখন বিশ্বের আর্ট ও কালচারের শীর্ষভূমি বলে খ্যাত ফ্রান্সের রাজধানী পারী (প্যারিস) নগরীতে অবস্থান করার কথা ছিলো ; পরিচিত হবার সুযোগ ছিল সংস্কৃতপ্রেমিক ফ্রান্সের তথা বিশ্বের বহু জ্ঞানী গুনী জনের সাথে। তা না হয়ে তারা পরিত্যক্ত হয়ে তাদেরকে ঠাই নিতে হলো আমিন বাজারের পুবেলে (ডাস্টবিনে)। অথচ এই কৃষ্ণ মুর্তি দু'টি ফ্রান্সে আবিস্কৃত হলে তাদের সুযোগ হতো নিউ ইয়োর্ক, ওয়াশিংটন, লন্ডন থেকে বিশ্বের বিভিন্ন এক নম্বর মিউজিয়ামে সফর করার। আমাদের দেশে তৈরী হবার কারণেই হয়তো তাদের আর সে তকদীর হয়নি।

কয়েক মাস আগে যখন এই পুরাকৃতিগুলি ফ্রান্সে প্রদর্শিত হবার কথা নিয়ে খুব তোলপাড় চলছিল তখনই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না এ নিয়ে কিছু একটা হতে চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই অঘটনটা ঘটলোই।

অনেকদিন থেকে ফ্রান্সে থাকা এবং কিছুটা আর্ট কালচারের প্রতি দূর্বলতা থাকার কারণে আমি নিয়মিত প্যারিসের বিভিন্ন মিউজিয়ামের খবরাখবর রাখতাম। প্যারিসে অনেকগুলি নামকরা মিউজিয়াম আছে এবং সে গুলিতে সারা বছর নিয়মিত কোন না কোন প্রদর্শনী থাকছেই। শুধু প্যারিস নয়, যারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আছেন তারা হয়তো সে দেশের মিউজিয়ামের বেলায়ও এ বিষয়টি লক্ষ্য করে থাকবেন। এ দেশের মাস্টারপিসগুলি অন্য দেশে চলে যাচ্ছে আবার অন্য দেশের মাস্টারপিসগুলি এ দেশে এনে প্রদর্শিত হচ্ছে। আমার খেয়াল আছে, বাংলাদেশ থেকে দু'হাজার চার সনে এক অফিসার এসেছিলেন প্যারিস ঘুরতে। তিনি অবশ্য বেলজিয়ামে স্কলারশীপ নিয়ে এসেছিলেন। মাঝখানে উনি চার দিনের ভিজিটে প্যারিস এসেছিলেন। খুব শখ ছিলো লুভর্ মিউজিয়ামে যেয়ে মোনালিসার ছবিটি দেখবেন। কিন্তু ওটি দেখা তার নসীবে আর ছিলো না। কারণ তখন মোনালিসা বিদেশ সফরে।

অতীতে ফরাসী রাজা ফ্রঁন্সোয়া প্রথম (François 1) মোনালিসা চিত্রকর্মটি খরিদ করেন। আর ১৮০৪ সন থেকে মোনালিসা স্থায়ীভাবে নিজেকে লুভর্ মিউজিয়ামে ঠাই করে নেয়। মোনালিসা কয়েকবারই ফ্রান্সের বাইরে সফর করেছে। এর মধ্যে ১৯৬৩ সনে মোনালিসা আমেরিকা সফর করে। তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিলো ফ্রান্সের সমুদ্রগামী বহুতলবিশিষ্ট প্রমোদ জাহাজ লা ফ্রঁন্স এর প্রথম শ্রেণী। পরে ১৯৭৩ সনে মোনালিসা মস্কো হয়ে জাপান সফর করেছিল। তবে ইদানিং তার বয়স বাড়ার কারণে বিশেষজ্ঞগণ তাকে খুব একটা সফরে যেতে উৎসাহিত করেন না। প্যারিসের লুভর্ মিউজিয়ামে বছরের পুরো সময় ধরে একটা না একটা প্রদর্শনী চলতে থাকে। বর্তমানে লুভরে চলছে Chef-d'oeuvre Islamiques de l'Aga Khan, Le Chant du Monde. বা আগা খান ইসলামিক আর্ট মাস্টারপিস ও ওয়ার্ল্ড মিউজিক (ইরানের) প্রদর্শনী। প্রদর্শনীটি শুরু হয়েছে ২০০৭ সনের অক্টোবর মাসের ৫ তারিখ থেকে এবং শেষ হয় ২০০৮ সনের ৭ই জানুয়ারী। ২০১১ সনে কানাডার টরোন্টো শহরে আগা খান মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেই সূত্র ধরে এই আগাম প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর বিরল একটি আর্টকর্ম হচ্ছে সোনার কারুকাজ করা কাগজে সুলতান মাহমুদের একটি হস্তলিপি। এই প্রদর্শনীটি করার জন্য ফ্রান্সকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে শিল্পকর্মগুলি আনতে হয়েছে। এর তালিকায় রয়েছে লন্ডন বৃটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়াম, নিউ ইয়োর্ক মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম, নিউ ইয়োর্ক ব্রুকলীন মিউজিয়াম, এ এম এস গ্যালারী ওয়াশিংটন, জেনেভাস্থ আগা খান ট্রাস্ট, রাশিয়ার ক্রেমলীন মিউজিয়াম, ইরাণের গুলিস্তান প্যালেস, ইরানের ন্যাশনাল মিউজিয়াম, সুইডেনের একটি মিউজিয়াম ও উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়, প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরী, লুভর্ মিউজিয়াম, গীমে মিউজিয়াম থেকে এবং সেই সাথে রয়েছে ইরাক, চীন, সিরিয়া, ভারত, স্পেন, তিউনেশিয়া, ও তুর্কি থেকে আনা বিভিন্ন ইসলামিক শিল্পকর্ম। মোট কথা এই প্রদর্শনীটি করার জন্য ফ্রান্সকে সারা বিভিন্ন দেশের মিউজিয়াম ও মহাফেজখানা থেকে প্রত্নতাত্তিক সামগ্রী আনতে হয়েছে যা প্রদর্শনীর পর সে সব দেশের সে সব আবাসে চলে যাবে।

এ রকম গীমে মিউজিয়ামে চলে সারা বছর ধরে প্রদর্শনী। ইন্টারনেটে সহজেই এই প্রোগ্রামের বিস্তারিত দেখা সম্ভব। বাংলাদেশ সমন্ধীয় প্রদর্শনী শুরু হবার আগ থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় দেখছিলাম এই প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে মানব বন্ধন, মিছিল, মিটিং ও বিবৃতি। তাদের বক্তব্য 'ফরাসীরা নাকি প্রদর্শনীর পর এ সব শিল্পকর্মের আসল কপি রেখে নকল কপি ফেরত দেয়'। এরা নাকি নকল করতে ওস্তাদ এবং আত্মসাতের ব্যাপারে ফরাসীরা পারদর্শী। অর্থাৎ চুরি করার আগ থেকেই তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হয়েছে । কপি হতেই পারে, কারণ বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে ঢাকা জিঞ্জিরার নকল কারখানা থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বত্রই সব জিনিসেরই নকলের ছড়াছড়ি। কিন্তু তাই বলে আগ থেকে কাউকে চোর বলা বা চোর না হলেও চোর বানানোর প্রয়াস এটা মনে হয় যুক্তিযুক্ত নয় এবং কোন বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন লোক তা সমর্থণ করতে পারে না। যদি ফ্রান্সের বেলায় কথাটি সত্য হয় তবে কেন এতোগুলি দেশ তাদের মাস্টার পিসের কপি এখানে প্রেরণ করলো। এ ছাড়া অন্য কোন দেশের বেলায় এ রকম ঘটনা না ঘটলেও আমাদের দেশের বেলায় এ সব বিষয় ঘটে গেলো। তাই প্রথম থেকেই ব্যাপারটি আমার কাছে বেশ রহস্যজনক মনে হয়েছে।

এখানের পত্রিকায় কিছুদিন আগে প্রদর্শনীটি সমন্ধে পাবলিসিটি দেখেছিলাম। তখন আনন্দে বুক ভরে উঠেছিল যে আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতা আজ বিশ্বে পরিচিত হতে যাচ্ছে। এমনকি মেট্রোর স্টেশনগুলিতেও প্রদর্শনী সমন্ধে পাবলিসিটি করতেও তারা কোন কার্পণ্য করেনি। পাবলিসিটিতে বিশাল করে বাংলাদেশের নাম দিয়ে লেখা ছিল "এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের গঙ্গা অববাহিকার সভ্যতার নিদর্শন বিশ্বে প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে"। কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিবাদ ও ওখানকার বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রদর্শনীটির তারিখ তিনবার পরিবর্তন করতে হয়েছে। প্রথমবারের চালান আসার পর তা মিউজিয়ামে সাজানো হয়েছিল সে সমন্ধেও টিভিতে একটি প্রতিবেদন দেখিয়েছে। তাদের ক্যাটালগও ছাপা হয়ে গেছে যা বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে। টিভি খবরের তথ্য অনুযায়ী ৫ বছর আগ থেকে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনা চলে আসছে। এবং এ পর্যন্ত এর পিছনে মিউজিয়ামের ৬ লক্ষ ইউরো খরচ হয়েছে। প্যারিস তথা ফ্রান্সের বিভিন্ন এজেন্ট

মারফত টিকিটও বিক্রি হয়েছে প্রচুর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়তো অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেলো।

প্যারিসে অনেকগুলি মিউজিয়াম থাকলেও গীমে মিউজিয়াম এশিয়ান পুরাকীর্তি প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে নামকরা। মিউজিয়ামটি আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তিব্বত, ভারত, নেপাল, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, কোরিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের পুরাকীর্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে। এক সময় গীমে মিউজিয়াম ভারতীয় পুরাকীর্তি প্রদর্শনীর জন্য নামকরা ছিল এবং ঐ দেশের পুরাকীর্তির প্রাধান্য মিউজিয়ামটিতে এখনও লক্ষ্যনীয়। এখনও ঐ দেশের উপর বিভিন্ন ডকুমেন্টারী ছবি ও সেমিনার নিয়মিত হচ্ছে। পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তান, কম্বোডিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে নিয়মিত কালচারেল অনুষ্ঠান করে যাচ্ছেন এখানে। সেপ্টেম্বরে ভারত থেকে এসেছিলেন বিম্বাবতি দেবী মনিপুরী নৃত্য নিয়ে। ঐ মাসেই ভারত থেকে গোপালকৃষ্ণ করে গেলেন কর্নাটক গানের অনুষ্ঠান। অক্টোবর মাসে ভারতের রাজস্থান থেকে এসেছিল এক কাওয়ালী গ্রুপ। নভেম্বরে ছিল ভিয়েতনামের ট্রাডিশনাল গানের অনুষ্ঠান। সম্প্রতি ডিসেম্বরে বাংলাদেশ থেকে অনুপ বড়ুয়া নজরুল গীতির অনুষ্ঠান করে গেলেন। জানুয়ারীর ১৮ তারিখে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার বাউল গানের অনুষ্ঠান ছিল। রহস্যজনকভাবে তা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। গীমে মিউজিয়ামে নিয়মিত বিভিন্ন এশিয়ান দেশগুলির ফিল্ম প্রদর্শনীও হয়ে থাকে। সম্প্রতি যে সব ফিল্ম গীমে মিউজিয়ামের অডিটরিয়ামে প্রদর্শিত হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে ভারতীয় মঙ্গল পান্ডে, সতরঞ্জ কি খিলারী, চারুলতা, চোখের বালির মতো ছবি এবং অনেক ভারতীয় ডকুমেন্টারী ছবি। এখানে অনেক বাংলাদেশী আঁতেলেকচুয়েলদের জীবনধর্মী ও ডকুমেন্টারী ছবিও প্রদর্শন করা হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে গত নভেম্বরে প্রদর্শিত হয়েছে মোর্শেদুল ইসলাম পরিচালিত চাকা ও দুখাই, Arnaud Mandagaran পরিচালিত বাংলাদেশের রিক্সার উপর একটি ডকুমেন্টারী ছবি, Léon Desclozeaux পরিচালিত চট্টগ্রামের এক ঘটনা নিয়ে এক ছবি, Christophe Bidot পরিচালিত চট্টগ্রামের উপর এক ডকুমেন্টারী ছবি। ডিসেম্বরে প্রদর্শিত হয়েছে তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত নদীর নাম মধুমতি, আমিরুল আরহাম পরিচারিত বাংলাদেশে উর্দুভাষী বিহারীদের উপর এক ডকুমেন্টারী ছবি, Stéphane Jourdain পরিচালিত সঙ্গীতের উপর একটি ছবি, রিবন খোন্দকার পরিচালিত বেগম (বেগম সম্পাদিকা নুরজাহান বেগমের উপর), Marie-Emmanuelle Guidée, Joy Banerjee ও Jean-Philippe Issel পরিচারিত ডকুমেন্টারী মহিলা, Patrick Benquet পরিচালিত একটি ডকুমেন্টারী, তানভীর মোকাম্মেলের বস্ত্রবালিকা ইত্যাদি। ৯ই জানুয়ারী প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে Shaheen Dill-Riaz পরিচালিত যমুনা নদীতে বন্যা সংক্রান্ত একটি ডকুমেন্টারী, ১১ই জানুয়ারী প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে আমিরুল আরহামের গ্রামীণ ব্যাংক তথা ডঃ ইউনুসের উপর একটি ডকুমেন্টারী, ১৬ই জানুয়ারী প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে Christophe Bidot পরিচালিত পদ্মা নদীর মাঝি নামে ডকুমেন্টারী ছবি, ২৩শে জানুয়ারী প্রদর্শিত হবে আমিনুল আরহামের দানবিক পানি নামে আর্সেনিক দূষিত পানির উপর একটি ডকুমেন্টারী। তালিকার মধ্যে আরো রয়েছে মহাস্থানগড় ও কর্নফুলীর নদীর উপর ডকুমেন্টারী ছবির মতো অনেক কিছু। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এখানে নিয়মিত আমাদের উপমহাদেশ তথা এশিয়ার কালচারেল প্রোগ্রামের কিছু না কিছু গীমে মিউজিয়ামে সব সময় চলছে। তাহলে এ মিউজিয়াম নিয়ে এতো কথা কেন ? অবশ্য বাংলাদেশের যারা এই মিউজিয়ামে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছেন, যাদের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, বা যাদের ছবি প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে, বাতিল হওয়া প্রদর্শনীটি সমন্ধে তাদের কোন মতামত এখন পর্যন্ত কোন খবরের কাগজে পাইনি। অপর দিকে এশিয়ান অন্যান্য দেশ তথা ভারতীয় পুরাকীর্তির প্রদর্শনী তো প্রায় হচ্ছে ওখান থেকে পুরাকীর্তি এনে। কিন্তু এ নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন বিতর্কের সূচনা হয়নি।

মিউজিয়ামটি বিখ্যাত ফরাসী ইন্ডাসট্রিয়ালিস্ট এমিল গীমের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনী শিল্পপতি হবার সুবাদে এমিল গীমের নেশা ছিল দেশ ভ্রমণ করা। অসম্ভব ধনী হবার কারণে তিনি সহজেই তার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করেছিলেন। প্রথমে তিনি ইজিপ্ট, ইতালী ও গ্রীস সফর করেন। সে সব দেশের ধর্মীয় স্থানগুলি সফর করেন এবং সেই সাথে তিনি সে সব দেশের পুরাতন ধর্মীয় প্রত্নতাত্তিক সামগ্রী খরিদ করতে শুরু করেন। প্রথম দিকে তিনি তা শখের বশে করলেও পরে তা এমিল গীমের নেশায় পরিণত হয়। তখন থেকে তিনি তার ব্যক্তিগত সংগ্রহের তালিকা বিশাল করতে লাগলেন। এরপর তিনি ১৮৭৬ সনে আফগানিস্তান, জাপান, চীন ও ভারত সফর করেন। সে সব দেশ থেকে তিনি বিভিন্ন আর্টের সামগ্রী ক্রয় করেন। ১৮৭৯ সনে তিনি তার গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহগুলি দিয়ে প্রথমবারের মতো ফ্রান্সের লিয়োঁ শহরে একটি আর্ট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি প্যারিসে একটি মিউজিয়াম নির্মাণ করেন তার সমস্ত সংগ্রহ সেখানে স্থানান্তরিত করেন। ১৮৮৯ সনে তিনি প্যারিস মিউজিয়ামটির উদ্বোধন করেন। এটি এখন সারা বিশ্বে গীমে মিউজিয়াম বা ফরাসীতে ম্যুজে গীমে নামে পরিচিত। মিউজিয়ামটির দাপ্তরিক নাম Musée National des Arts Asiatiques-Guimet (ম্যুজে নাশিওনাল দেজাড় আজিয়াতিক-গীমে)। এটি প্যারিসের ১৬ নম্বর আরোঁন্দিস্মো বা ডিস্ট্রিক্টে ৬ প্লাস দেনা'য় অবস্থিত। এমিল গীমের জীবদ্দশায় মিউজিয়ামটিতে ইজিপ্টের প্রাচীন ধর্ম এবং এশিয়ান বিশেষ করে ইন্দোচীন জাপান, চীন, ভারত, আফগানিস্তানের আর্ট কর্ম দিয়ে মিউজিয়ামটি সমৃদ্ধ করেন। ১৯১৮ সনে এমিল গীমে মারা যান। ১৯২৭ সনে মিউজিয়ামটি ফরাসী জাতীয় মিউজিয়ামের অন্তর্ভূক্ত হয়। এরপর মিউজিয়ামটিতে তিব্বত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড সহ আরো কয়েকটি এশিয়ান দেশের আর্ট সামগ্রী দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়। এমিল গীমের সংগৃহিত আর্ট সামগ্রী ছাড়াও বিভিন্ন দেশের উপহার দেওয়া ও ক্রয়করা আর্ট সামগ্রীতে এক সময় গীমে মিউজিয়ামটি বিশ্বে এশিয়ান আর্ট সামগ্রীর জন্য প্রথমসারির মিউজিয়ামগুলির একটিতে পরিণত হয়। এই মিউজিয়ামের অন্তর্গত একটি বিশাল আর্ট কালচার সংক্রান্ত লাইব্রেরীও রয়েছে। লাইব্রেরীর সংগ্রহে এক লক্ষ ভলিউমের উপর গ্রন্থ রয়েছে। বর্তমানে গীমে মিউজিয়ামে একটি প্রদর্শনী চলছে যার সময়সীমা দর্শকদের অনুরোধে বর্ধিত করা হয়েছে। ভারত থেকে জাপান ১৯৯৬-২০০৬ নামের প্রদর্শনীটি ২০০৬ সনে শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু দর্শকদের দাবীর উপর ভিত্তি করে প্রদর্শনীর সময় ২০০৮ সনের ২৯ শে ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ইতিমধ্যে Chef-d'oeuvre du Delta du Gange, Collections des musées du Bangladesh বা "গঙ্গা অববাহিকার মাস্টারপিস, বাংলাদেশের মিউজিয়ামগুলির সংগ্রহ" নামে বাংলাদেশের পুরাকীর্তির উপর প্রদর্শনী শুরু হবার কথা ছিল।

টাইটেলেই সহজে বোধ্য যে এ সব পুরাকীর্তির নমুনাগুলি বাংলাদেশের বিভিন্ন মিউজিয়ামের সংগ্রহ। সুতরাং এগুলি রেখে দেবার জন্য আনার কথা ভাবা যায় না। অন্ততঃ টাইটেলে সে কথাই বলে। গীমে মিউজিয়ামের ইন্টারনেট সাইটে গেলে এর বিস্তারিত দেখা সম্ভব এবং বেশ কিছু অংশ ইংরেজীতে থাকার কারণে অফরাসীভাষীগণও এ তথ্য দেখতে পারেন। এ ছাড়া দীর্ঘ সময়ের জন্য প্যারিস নগরীর বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে মেট্রো স্টেশনগুলিতে এখনও বিশাল আকারের বিজ্ঞাপনগুলি শোভা পাচ্ছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে প্রদর্শনী সমন্ধে বাংলাদেশের খবরের কাগজগুলিতে নিয়মিত যে খবরগুলি ছাপা হয়েছে তাতে কোন সাধারণ পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন উদয় হওয়া স্বাভাবিক। বাংলাদেশের অনেকগুলি খবরের কাগজে পরোক্ষভাবে ফ্রান্সকে পুরাকীর্তি কারচুপি করা সংক্রান্ত খবর ও বিবৃতিগুলি ছাপালেও কোন পত্রিকা এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন দেশের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সমন্ধে কোন তথ্য উল্লেখ করতে পারেনি। এ রকম একটি সাধারণ ঘটনা নিয়ে এতোদিন আগ থেকে কেন এতো তোলপাড় হলো তার কোন কারণও জানা সম্ভব হয়নি। সাধারণ বলবো এ কারণে যে এ রকম সাংস্কৃতিক কর্মসূচী বিনিময় হর হামেশা পৃথিবীর সর্বত্র হচ্ছে বিভিন্ন দেশের সাথে। কিন্তু মিডিয়ায় এতো তোলপাড় হতে দেখা যায়নি। ঢাকার বাইরের যে সব মিউজিয়াম থেকে প্রত্নতাত্তিক সামগ্রীগুলি আনা হয়েছে সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢাকার মতো হবার কথা নয়। মফস্বলের মিউজিয়ামে চুরি না হয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারের হেফাজত থেকে নিরাপদ স্থান থেকে চুরি হলো সামগ্রীগুলি, বেশ রহস্যজনক। সংগে সংগে একজন উচু সারির অফিসারও বলে ফেললেন যে মুর্তি দু'টি ফরাসী হেফাজত থেকে চুরি হয়েছে। ফ্রান্সে মুর্তি প্রদর্শন ঘটনায় একজন মন্ত্রীও স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন। একজনকে বড় অফিসারকে ও এস ডি করা হলো। অবশেষে খবরের কাগজের তথ্য অনুযায়ী মারাত্মক টেনশনের মধ্যে একজন উদীয়মান ডিপ্লোম্যাটকে জীবন দিতে হলো এই প্রদর্শনী সংক্রান্ত সংকটের জের হিসাবে। এর সবকিছুই রহস্যজনক মনে হয়। তবে ট্র্যাডিশন অনুযায়ী আমরা এ রহস্যের শানে নজুল জানতে চাইবো, কিন্তু ট্র্যাডিশন অনুযায়ী এ রহস্যের ঝাঁপি খুলে হয়তো কখনও আসল তথ্য দিনের আলোয় বেরিয়ে আসবে না। ধীরে ধীরে কালের আবর্তে আধারে ডুবে যাবে অন্য আর দশটি ঘটনার মতো এ ঘটনাটিও। শুধুমাত্র আমাদের সামনে চলে আসবে নিয়মমাফিক এক দাপ্তরিক কাহিনী। পরে তা কালো কালির আচড়ে ছাপা হয়ে আসবে আমাদের ইতিহাসের পাতায়।

প্যারিস, ফ্রান্স।